

ধন্বন্তরির চক্ৰিৎসাবদিয়া

ধন্বন্তরির চক্ৰিৎসাবদিয়া বলতে আয়ুৰ্বেদে চক্ৰিৎসাবদিয়াকে বোঝানো হয়, যা পুরাণে বর্ণিত দেবতা ধন্বন্তরীর সাথে সম্পর্কিত।

তিনি ছিলেন দেবচক্ৰিৎসক এবং সমুদ্র মন্থনের সময়, অমৃতের সঙ্কে আবর্জিত হয়েছিলেন।

ধন্বন্তরীই প্রাচীন আয়ুৰ্বেদের জ্ঞান লাভ করেন এবং তা প্রচার করেন।

ধন্বন্তরি আয়ুৰ্বেদের সব বিষয়েই পারদর্শী ছিলেন, বিশেষ করে ঔষধ এবং অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে।

তিনি ছিলেন দেবতাদের চক্ৰিৎসক এবং আয়ুৰ্বেদের জনক হিসেবে পরিচিত।

আয়ুৰ্বেদের জনক:

ধন্বন্তরিকে আয়ুৰ্বেদের প্রবর্তক হিসেবে মনে করা হয়, এবং তাকে দেবচক্ৰিৎসক বলা হয়।

অস্ত্রোপচার:

তার প্রপৌত্র দণ্ডিওদাসা ধন্বন্তরি, যিনি নিজের ধন্বন্তরী নামে পরিচিত, তিনি বিশেষভাবে অস্ত্রোপচারে পারদর্শী ছিলেন বলে জানা যায়।

ভেষজ জ্ঞান:

তিনি বিভিন্ন ঔষধি গাছের গুণাগুণ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন।

ঐতিহ্যবাহী চক্ৰিৎসা:

ধন্বন্তরিকে স্বাস্থ্য, আরোগ্য এবং আয়ুৰ্বেদিক চক্ৰিৎসার দেবতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

দেবতা ও কথিবদন্তি:

ধন্বন্তরিকে বসিষ্ঠুর অবতার মনে করা হয়, যিনি দেবতাদের চক্ৰিৎসক হিসেবে পরিচিত। তাকে আয়ুৰ্বেদের জনক হিসেবেও শ্রদ্ধা করা হয়।

শিক্ষাদান:

কথিবদন্তি অনুসারে, ধন্বন্তরি ঋষি সুশ্রুতকে আয়ুর্বদে জ্ঞান দিচ্ছেলেন এবং তাঁর কাছ থেকেই এই চকিৎসা পদ্ধতির উৎপত্তি হয়েছে।

প্রাচীন চকিৎসা ব্যবস্থা:

তিনি সমুদ্র মন্থনের সময়, দেবতাদের রক্ষার জন্য প্রাচীন চকিৎসা ব্যবস্থা প্রদান করেছিলেন।

আধুনিক সংযোগ:

যদিও ধন্বন্তরি একজন পৌরাণিক চরিত্র, তাঁর নামে আজও অনেকে আয়ুর্বদে প্রতীক এবং গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। 'ধন্বন্তরি ফার্মাসিউটিক্যাল' এর মতো কিছু কোম্পানি তাঁর নাম ব্যবহার করে ভেষজ ওষুধ তৈরি করে।

